ISSN 1605-2021

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
সপ্তদশ সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০০, পৌষ ১৪০৭

ঢাকা ইপিজেড সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগঃ একটি পর্যালোচনা

খন্দকার আব্দুল মোত্তালেব *

Foreign Direct Investment in Dhaka EPZ : An Overview.

Khondoker Abdul Mottaleb

Abstract: The industrial sector of Bangladesh is not very strong. Because of low rate of domestic savings and investment, investment demand in the industrial sector cannot be meet only by internal resources. The Government of Bangladesh is trying to increase the investment in industrial sector by welcoming the Foreign Direct Investment (FDI). Export Processing Zone (EPZ) is one of the most important and powerful tools for attracting FDI. There are two EPZs are in operation in Bangladesh. These are Dhaka EPZ and Chittagong EPZ. As a result of the success of these EPZs Govt. is now going to set up another three EPZs in different parts of the country. In this paper an attempt has been made to find out the nature of foreign investment in DEPZ. This article also focuses the nature of foreign enterprises and their production in this Export Processing Zone.

সূচনা

বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণ প্রায় প্রতিটি উন্নয়নশীল দেশের এখন এক অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। অনেক সামাজিক ও অন্যান্য মূল্য থাকা সত্ত্বেও সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (এফ ডি আই) বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণের যথাযথ বিকল্প হয়ে দাঁড়িয়েছে অনেক আগেই। এফ ডি আই এর যথাযথ নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবহারের

---

* গবেষণা কর্মকর্তা, বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা।

মাধ্যমে তাইওয়ান, দঃ কোরিয়া, সিঙ্গাপুর এবং হংকং নব্য শিল্পায়িত দেশের মর্যাদা লাভ করেছে। বস্তুত এই দেশগুলির নাটকীয় উন্নতির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশসমূহ এফ ডি আই এর যথাযথ প্রবাহ নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর। এই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ এফ ডি আই এর প্রবাহ বৃদ্ধি করতে সচেষ্ট হয়। এফ ডি আই এর সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক খুব বেশী দিনের নয়। ১৯৮০ সালে Foreign Private Investment Act পাশ হয় এবং বাংলাদেশ এর পরই বিদেশী বিনিয়োগকারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রকৃতপক্ষে বিদেশী বিনিয়োগ আসতে শুরু করে ১৯৯১ (রিভাইসড ইন ১৯৯২) সালের শিল্পনীতি ঘোষণার পর। এ সময় দেশে বিদেশী বিনিয়োগ প্রবাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন কৌশল ও অর্থনৈতিক সংস্কারের পাশাপাশি কাঠামোগত সমন্বয় সাধনের কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়। বিভিন্ন কৌশলগুলোর মধ্যে রয়েছে আকর্ষণীয় আর্থিক ও ভৌত সুবিধাদি প্রদান, কর রেয়াত, বিনিয়োগ বোর্ডকে ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টারে রূপান্তরিত করা, ১০০ ভাগ বিদেশী মালিকানা অনুমোদন, বিশেষ এলাকায় শিল্প স্থাপনে বিশেষ সুবিধা প্রদান, শিল্প এলাকা স্থাপন ইত্যাদি। বিনিয়োগ আহরণের বিভিন্ন কৌশলের মধ্যে Export Processing Zone (EPZ) বা ইপিজেড স্থাপন করা যথেষ্ট কার্যকর বলে বিবেচিত। এই ইপিজেড আবার Free Trade Zone, Investment Promotion Zone, Free Export Zone ইত্যাদি বিভিন্ন নামে পরিচিত হতে পারে (Reza, Alam and Rashid, ১৯৮৪)। বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য এই বিশেষায়িত এলাকাগুলোতে উন্নত অবকাঠামো এবং অন্যান্য সুবিধাদি যেমন ওয়্যার হাউস, যোগাযোগ নেটওয়ার্ক, পানি, গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংযোগ, টেলিফোন এবং আধুনিক ইলেক্ট্রনিক যোগাযোগের সুবিধাদির পাশাপাশি বাংলাদেশ নিম্নবর্ণিত Incentivs দিয়ে থাকে:

১. দশ বৎসর পর্যন্ত কর মওকুফ এবং পরে আনুপাতিক হারে ৩০ থেকে ১০০ শতাংশ পর্যন্ত রপ্তানী আয়ের উপর শুল্ক হ্রাস;

২. উৎপাদন কার্যে ব্যবহারের জন্য আমদানিকৃত কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি, নির্মাণ সামগ্রী ইত্যাদির ওপর আমদানী শুল্ক মওকুফ;

৩. বিদেশী টেকনিশিয়ান এবং একজিকিউটিভদের বেতনের উপর তিন বৎসর পর্যন্ত আয়কর মওকুফ;

৪. বিদেশী লোনের সুদের ওপর কর মওকুফ;

৫. রয়্যালটি কারিগরী জ্ঞান এবং কারিগরী সহযোগিতা ফি এর উপর হতে কর মওকুফ;

৬. বিদেশী কোম্পানীগুলোর শেয়ার হাতবদলের ফলে যে লাভ হয় তার উপর কর মওকুফ;

৭. রপ্তানিমুখী শিল্পের ক্ষেত্রে কাঁচামাল আনয়নের জন্য ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি সুবিধা প্রদান ইত্যাদি।

এছাড়াও আরও অন্যান্য সুবিধাদির ব্যবস্থা রয়েছে (GOB, Board of Investment: ১৯৯৯)। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশ বৈদেশিক বিনিয়োগের নীতিমালার দিক থেকে পৃথিবীর অনেক দেশের চেয়ে উদার।

বিনিয়োগের মালিকানার ধরনের দিক থেকে ইপিজেডের শিল্পসমূহকে তিনভাগে ভাগ করা হয়। যথাঃ এ শ্রেণীর শিল্প; বি শ্রেণীর শিল্প এবং সি শ্রেণীর শিল্প। এ-শ্রেণীর শিল্প হচ্ছে একশত ভাগ বিদেশী বিনিয়োগে স্থাপিত শিল্প। এখানে শিল্প মালিক বিনিয়োগকারী সম্পূর্ণভাবে বিদেশী। অন্যদিকে বি-শ্রেণীর শিল্প হচ্ছে দেশী এবং বিদেশী যৌথ বিনিয়োগে স্থাপিত শিল্প। সম্পূর্ণ দেশীয় বিনিয়োগকারী কর্তৃক স্থাপিত শিল্প হলো সি শ্রেণীর শিল্প। এই নিবন্ধে ঢাকা ইপিজেডে এ-শ্রেণীর শিল্প এবং বি-শ্রেণীর শিল্প বিনিয়োগের ধরন, স্থানীয় নিয়োগ, উৎপাদিত পণ্যের প্রকৃতি ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

ইপিজেড এর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

বিগত দুই দশকে বিশেষ করে ১৯৭০ এর দশকে ইপিজেড এর দ্রুত বিকাশ লক্ষ্য করা যায় (Reza, Alam and Rashid, ১৯৮৪)। ১৯৬৬ সালে মাত্র

দুটি ইপিজেড লক্ষ্য করা যায়। এর মধ্যে একটি হল ভারতের Kandla এবং অন্যটি হল Puertorico এর Mayaguez (Reza, Alam and Rashid, ১৯৮৪)। ১৯৭০ সালের মধ্যেই এই সংখ্যা আট-এ উন্নীত হয়। এই নতুন ইপিজেডগুলি তাইওয়ান, ফিলিপাইনস, ডোমিনিকান রিপাবলিক, মেক্সিকো, পানামা ও ব্রাজিল এ স্থাপিত হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ১৯৭১ সাল হতে ১৯৭৫ সালের মধ্যে ২৩টি ইপিজেড গড়ে ওঠে। এই দেশগুলির অধিকাংশই ছিল এশিয়ার। তার মধ্যে মালয়েশিয়া, তাইওয়ান, দঃ কোরিয়া ও ভারত প্রধান। ১৯৭৬-৭৮ সালের ভিতরে মধ্যপ্রাচ্য ও এশিয়ার মালয়েশিয়া, শ্রীলংকা ও থাইল্যান্ডে আরও ২১টি এ ধরনের এলাকা গড়ে ওঠে। ফলশ্রুতিতে ১৯৮১ সালের মধ্যেই শুধুমাত্র এশিয়াতেই ২৬টি অনুরূপ এলাকা গড়ে ওঠে (Reza, Alam and Rashid, ১৯৮৪)।

বাংলাদেশে ইপিজেড

সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে স্থাপিত চট্টগ্রাম ইপিজেড ১৯৮৩ এবং ঢাকা ইপিজেড ১৯৯৩ সাল হতে কার্যক্রম শুরু করেছে। এ দুটি ইপিজেড ১১২টি শিল্প কারখানা উৎপাদনে আছে এবং আরও ১০৭টি শিল্প কারখানা বাস্তবায়নের পর্যায়ে রয়েছে (বাংলাদেশ সরকার, ১৯৯৯: ৫৫)। ইপিজেডে অন্যান্য সুবিধাদির পাশাপাশি যে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয় তার মধ্যে ১০ বছরের জন্য কর রেয়াত, শুল্কমুক্ত তিনটি মটর গাড়ী আমদানী, শুল্কমুক্ত রপ্তানী ইত্যাদি প্রধান। নিম্নে সারণী-১ এ ঢাকা ও চট্টগ্রাম ইপিজেড এ স্থানীয় শ্রম নিয়োগ, বিনিয়োগ এবং রপ্তানী আয় দেখানো হয়েছে।

সারণী ১। ঢাকা ইপিজেড ও চট্টগ্রাম ইপিজেড এর বিনিয়োগ, কর্মসুযোগ ও রপ্তানী

অর্থবছর	ঢাকা ইপিজেড			চট্টগ্রাম ইপিজেড		
	বিনিয়োগ (মি ইউ এস $)	নিয়োজিত জনবল	রপ্তানী (মি ইউ এস $)	বিনিয়োগ	নিয়োজিত জনবল	রপ্তানী (মি ইউ এস $)
১৯৯০-৯১	–	--	--	২২.০৫	২৩৬৩	৪৭.৯৯
১৯৯১-৯২	--	--	--	২৩.৬৬	৫২৫০	৭৬.৯৯
১৯৯২-৯৩	--	--	--	২২.০৫	৩১১৪	১২৭.০৫
১৯৯৩-৯৪	৮.২২	৫৫২২	৫.২৫	২৯.১৮	৩০৮৬	১৪০.৩৫
১৯৯৪-৯৫	৮.২৬	১৮৪৪	৪১.২৮	২৭.৬৭	৪২৯৭	১৮৬.৯৮
১৯৯৫-৯৬	১৪.৪৫	৪৮৩১	৭৩.২২	১৬.১৩	৫৮৭৫	২৬৩.৮০
১৯৯৬-৯৭	৩১.০১	--	১১৯.৪৫	২২.৮৯	--	৩৪৩.৩১
১৯৯৭-৯৮ (মার্চ ,৯৮ পর্যন্ত)	১৩.৮০	--	১৩০.৭১	২৬.৬৯	--	৩৩০.৩৭

উৎস : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ১৯৯৭ ও ১৯৯৮; পৃ: ৫৬ ও ৪৬।

সারণী ২। বাংলাদেশের মোট রপ্তানী আয়ে ইপিজেডের অংশ

অর্থবছর	মোট রপ্তানী আয় রপ্তানী আয় (মি ইউ এস *)	ইপিজেড হতে রপ্তানী হতে রপ্তানী (মি ইউ এস $)*	মোট রপ্তানীতে অংশ (%)
১৯৯০-৯১	১৭১৮	৪৭.৯৯	২.৭৯
১৯৯১-৯২	১৯৯৪	৭৬.৯৯	৩.৮৬
১৯৯২-৯৩	২৩৮৩	১২৭.০৫	৫.৩৩
১৯৯৩-৯৪	২৫৩৪	১৪০.৩৫	৫.৫৩
১৯৯৪-৯৫	৩৪৭৩	১৮৬.৯৮	৫.৩৮
১৯৯৫-৯৬	৩৮৮৪	২৬৩.৮০	৬.৭৯
১৯৯৬-৯৭	৪৪২৭	৩৪৩.৩১	৭.৭৫

উৎস : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ১৯৯৭ ও ১৯৯৮ পৃ: ৫৬ ও ৪৬।* বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ১৯৯৯ পৃ: ১৫০।

সারণী-১ এবং সারণী-২ এ বাংলাদেশ ইপিজেড এর সাফল্য ফুটে উঠেছে। ইপিজেডসমূহে বিনিয়োগ এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ ক্রমাগত হারে বেড়েছে। ফলস্বরূপ রপ্তানী আয়ে ইপিজেডের শেয়ারও ধীরে হলেও বাড়ছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ বেসরকারী ইপিজেড স্থাপনের বিল পাস হয়েছে এবং দক্ষিণ কোরিয়া কেইপিজেড নামে সম্পূর্ণ নিজস্ব উদ্যোগে চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় প্রথম বেসরকারী ইপিজেড স্থাপন করতে চলছে। এই প্রেক্ষাপটে ঢাকা ইপিজেডে বিদেশী বিনিয়োগ (এ-টাইপ এবং বি টাইপ) বিনিয়োগকারী দেশ এবং স্থানীয় নিয়োগ ইত্যাদি বিষয়ে এই নিবন্ধে আলোকপাত করা হয়েছে।

ঢাকা ইপিজেডে বিদেশী বিনিয়োগ

ঢাকা ইপিজেড চালু হয় ১৯৯৩ সাল হতে। এখানে ১৯৯৯ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী ১০০ ভাগ বিদেশী মালিকানায় (এ-টাইপ) এবং যৌথ উদ্যোগে (বি-

টাইপ) প্রতিষ্ঠিত শিল্পের সংখ্যা ছিল ৭২টি যার মধ্যে চালুকৃত শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ৩৮টি। এই চালুকৃত ৩৮টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আবার ৩০টি ছিল এ-টাইপ এবং ৮টি ছিল বি-টাইপ। অবশিষ্ট ৩৪টি শিল্প ছিল বাস্তবায়নাধীন। এই বাস্তবায়নাধীন ৩৪টির মধ্যে আবার ১৭টি ছিল এ-টাইপ এবং ১৭টি ছিল বি-টাইপ।

সারণী-৩ এ ঢাকা ইপিজিডে এ-টাইপ বিনিয়োগকারী দেশসমূহ, শিল্পের সংখ্যা, প্রস্তাবিত বিনিয়োগ, প্রকৃত বিনিয়োগ, প্রস্তাবিত স্থানীয় লোক নিয়োগ এবং প্রকৃত কর্মসংস্থান ইত্যাদি দেখানো হয়েছে। এখানে দেখা যায় যে, এ-টাইপ শিল্পে সর্বোচ্চ বিনিয়োগকারী দেশ হল দঃ কোরিয়া। ঢাকা ইপিজিডে দঃ কোরিয়ার মালিকানাধীন এ শ্রেণীর শিল্পের সংখ্যা হল ১৬টি। এই শিল্পগুলিতে এই দেশটির বিনিয়োগের পরিমাণ হল ৫০৪৬১০০০ মা: ড: যা মোট প্রকৃত বিনিয়োগের ৬০ ভাগের মত। ঢাকা ইপিজিডে এ-টাইপ দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বিনিয়োগকারী দেশ হল হংকং (গণচীন) যার প্রকৃত বিনিয়োগ ২২৫৯১০০০ মা: ড: এবং তা মোট প্রস্তাবিত বিনিয়োগের ২৭ ভাগ। কিন্তু ঢাকা ইপিজিডে প্রস্তাবিত বিনিয়োগ এবং প্রকৃত বিনিয়োগ এবং প্রস্তাবিত স্থানীয় লোক নিয়োগ এবং প্রকৃত স্থানীয় লোক নিয়োগের মধ্যে বেশ ফারাক রয়েছে। সর্বোচ্চ বিনিয়োগকারী দেশ দঃ কোরিয়ার প্রস্তাবিত বিনিয়োগ হল ১৩১০৪৩০০০ মা: ড: কিন্তু বিনিয়োগ করেছে প্রস্তাবিত বিনিয়োগের মাত্র ৩৮ ভাগ অর্থাৎ ৫০৪৬১০০০ মা: ড:। তেমনিভাবে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বিনিয়োগকারী দেশ হংকং তার প্রস্তাবিত বিনিয়োগের মাত্র ৪৬ ভাগ বাস্তবায়ন করেছে।

এভাবে প্রত্যেক বিনিয়োগকারী দেশের প্রস্তাবিত বিনিয়োগ এবং প্রকৃত বিনিয়োগের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে প্রায় সর্বক্ষেত্রেই প্রস্তাবিত বিনিয়োগ এবং প্রকৃত বিনিয়োগের মধ্যে ব্যবধান অনেক। সারণী-৩ এ দেখা যায় ঢাকা ইপিজিডে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত ৩০টি এ-টাইপ শিল্পে প্রস্তাবিত বিনিয়োগের পরিমাণ হল ২৪৯৩৪৭০০০ মা: ড: কিন্তু বাস্তবায়িত হয়েছে মাত্র ৮৪৬৫১০০০ মা: ড: যা মোট প্রস্তাবিত বিনিয়োগের ৩৪ ভাগ মাত্র।

সারণী ৩। ১০০ ভাগ বিদেশী মালিকানাধীন শিল্প বিনিয়োগ (এ-টাইপ) চালুকৃত

দেশের নাম	শিল্পের সংখ্যা	বিনিয়োগ (০০০ ইউ এস ডলার)		প্রকৃত মোট বিনিয়োগের অংশ	লোক নিয়োগ	
		প্রস্তাবিত	প্রকৃত		প্রস্তাবিত	প্রকৃত
জার্মানী	২	২,৩০	১৬৯৯ (৭৬%)	২%	৯৭৭	১৬৭৫
জাপান	২	২,২৭৮	১০৮৯(৪৮%)	১.৫%	১৬০	৯৫
মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুর	২	৪৮,৫৪৮	৫৩৪৬ (১১%)	৬%	৫৮৮১	৯৯৮
তাইওয়ান	১	১০,০০০	৪৩৬ (৪%)	০.৫%	৫০০	১১৫
যুক্তরাজ্য	২	৩১৩৯	২০৩১ (৬৫%)	২%	৫৮০	৫২৫
যুক্তরাজ্য ও কানাডা	১	৩৩৪০	৯৯৮(৩০%)	১%	৮৭	১০৩
হংকং	৫	৪৮৭৭০	২২৫৯১(৪৬%)	২৭%	৭১১৫	৬২৪৩
দ: কোরিয়া	১৫	১৩১০৪৩	৫০৪৬১(৩৮%)	৬০%	১৭১০৮	১৩১৭০
মোট	৩০	২৪৯৩৪৭	৮৪৬৫১(৩৪%)	১০০%	৩২৪০৮	২২৯২৪ (৭১%)

উৎস : বিইপিজেডএ, ঢাকা, ১৯৯৯।

(বন্ধনীর মধ্যে সংখ্যাগুলো শতকরা হার প্রকাশ করছে)

ঢাকা ইপিজেডে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে খুব একটা সাফল্য আসেনি। প্রতিটি দেশের বিপরীতে স্থানীয় শ্রমিক নিয়োগ (প্রস্তাবিত এবং প্রকৃত) বিবেচনা করলে এটা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। সারণী-৩ এ দেখা যায় যে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত ঢাকা ইপিজেডে চালুকৃত এ-টাইপ শিল্পে প্রস্তাবিত স্থানীয় নিয়োগ ছিল ৩২৪০৮ জন। কিন্তু কর্মে নিযুক্ত হয়েছে মাত্র ২২৯২৪ জন যা প্রস্তাবের ৭১ ভাগ মাত্র।

সারণী-৪ এ বাস্তবায়নাধীন এ-টাইপ শিল্পে প্রস্তাবিত বিদেশী বিনিয়োগ এবং প্রস্তাবিত লোক নিয়োগ দেখানো হয়েছে। ১৯৯৪ সাল হতে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত ঢাকা ইপিজেডে বাস্তবায়নাধীন এ টাইপ শিল্পে সংখ্যা ছিল ১৭টি। এসব শিল্পে প্রস্তাবিত বিনিয়োগ হল ২৬৮৪৯৫০০০ মা: ড: এবং প্রস্তাবিত কর্মসুযোগ হল ১৪৩২৩জন। ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত এ বিপুল বিনিয়োগের মাত্র ২.২২% অর্থাৎ ৫৯৫১০০০ মা: ড: নিয়োজিত হয়েছে। সারণী-৪ এ এটা দেখা যায় যে, বাস্তবায়নাধীন পর্যায়ে এখন পর্যন্ত মাত্র তিনটি দেশ বিনিয়োগ করেছে। এ তিনটি দেশ হল হংকং (১৪১৯০০০ মা: ড:), ইতালী (৫৪২০০ মা: ড:) এবং দ: কোরিয়া (৩৯৯০০০০ মা: ড;)। এখানে লক্ষ্যণীয় যে, বাস্তবায়নাধীন এ-টাইপ শিল্পেও সর্বোচ্চ বিনিয়োগ প্রস্তাব এসেছে দ: কোরিয়া থেকে। এ দেশের প্রস্তাবিত বিনিয়োগে শিল্পের সংখ্যা ৮টি এবংপ্রস্তাবিত বিনিয়োগ হল ৮৮৯৮১০০০ মা: ড:।

সারণী-৪ এ উল্লেখিত ১৭টি বাস্তবায়নাধীন শিল্প বাস্তবায়িত হলে মোট ১৪৩২৩ জনের কমংসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। ঢাকা ইপিজেডে বি-টাইপ শিল্প বিনিয়োগের অবস্থাও এ-টাইপ শিল্পে চেয়ে ভালো কিছু নয়। এখানেও প্রস্তাবিত এবং প্রকৃত বিনিয়োগের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। সারণী-৫ এ বি-টাইপ শিল্প বিনিয়োগ এবং অন্যান্য তথ্যাদি প্রদর্শিত হয়েছে।

সারণী ৪। ১০০ ভাগ বিদেশী মালিকানাধীন শিল্প বিনিয়োগ (এ-টাইপ) বাস্তবায়নাধীন

দেশের নাম	শিল্পের সংখ্যা	বিনিয়োগ (০০০ ইউ এস ডলার)		লোক নিয়োগ	নিবন্ধন বৎসর
		প্রস্তাবিত	প্রকৃত	প্রস্তাবিত	
মালয়েশিয়া	১	১৫০০০০	০	২৮২০	১৯৯৬
যুক্তরাজ্য ও কানাডা	১	৩৮৩৮	০	৩৩	১৯৯৭
জার্মানী	১	৭০	০	২২	১৯৯৯
হংকং	১	২৬৭০	১৪১৯	৬৭০	১৯৯৬
ইতালী	১	৭২৭০	৫৪২	১৩৭	১৯৯৮
জাপান	১	৬৫০	০	১৮১	১৯৯৬
নেদারল্যান্ডস ও জার্মানী	১	২৮০০	০	৫৪৪	১৯৯৭
যুক্তরাজ্য ও হংকং	১	২০০০	০	১০৫	১৯৯৭
আমেরিকা ও যুক্তরাজ্য	১	১০২১৬	০	৯২১	১৯৯৫
দ: কোরিয়া	৮	৮৮৯৮১	৩৯৯০	৮৮৯০	১৯৯৪-১৯৯৮
মোট	১৭	২৬৮৪৯৫	৫৯৫১	১৪৩২৩	

উৎস : বিইপিজেডএ, ঢাকা, ১৯৯৯।

সারণী ৫। যৌথ বিনিয়োগ শিল্প বিনিয়োগ (বি-টাইপ) চালুকৃত

দেশের নাম	শিল্পের সংখ্যা	বিনিয়োগ (০০০ ইউ এস ডলার)		প্রকৃত মোট বিনিয়োগের অংশ	লোক নিয়োগ	
		প্রস্তাবিত	প্রকৃত		প্রস্তাবিত	প্রকৃত
চীন	১	৯১০	১২৪৪ (১৩৭%)	১৩%	১১৪	১১১
ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্য	১	১৪০০	৩৮৩ (২৭%)	৪%	৩০৩	৩৫৮
জার্মানী	১	৮০৪	১৮৬ (২৩%)	২%	১২১	০
হংকং	১	২১০০	১৯৬৩ (৯৩%)	২১%	৬৩২	১৩০৩
জাপান	১	৬৫০	৫৩৬ (৮২%)	৬%	৬০	৮৩
পানামা	১	৪৫৯৩	২৫৫৭ (৫৬%)	২৮%	২১৭৭	২৪৫৬
দ: কোরিয়া	১	১৭৩৬	৯৮০ (৫৬%)	১১%	২৯১	৮৩
তাইওয়ান	১	২৭৫০	১৩৯৮ (৫১%)	১৫%	৫৬০	১২৭
মোট	৮	১৪৯৪৩	৯২৪৭ (৬২%)	১০০%	৪২৫৮	৪৫২১

উৎস : বিইপিজেডএ, ঢাকা, ১৯৯৯।

১৯৯৯ সাল পর্যন্ত ঢাকা ইপিজেডে বি-টাইপ শিল্পের সংখ্যা ছিল ৮টি। এসব শিল্পে প্রস্তাবিত বিনিয়োগের পরিমাণ ১৪৯৪৩০০০ মা: ড:। কিন্তু বাস্তবায়িত হয়েছে মাত্র ৯২৪৭০০০ মা: ড: যা প্রস্তাবিত বিনিয়োগের মাত্র ৬২ ভাগ। তবে বি-টাইপ শিল্পে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে দক্ষতা এ-টাইপের চেয়ে ভালো। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে বি-টাইপ শিল্পে প্রস্তাবের চাইতে বেশী নিয়োজিত করেছে (সারণী-৫)। বি-টাইপ বিনিয়োগ (চালুকৃত) সবচেয়ে বেশী এসেছে পানামা থেকে। পানামা মোট চালুকৃত বি-টাইপ বিনিয়োগের ২৮ ভাগ বিনিয়োগ করেছে (২৫৫৭০০০ মা: ড:)। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বিনিয়োগ এসেছে হংকং হতে। এদেশের প্রকৃত বিনিয়োগ ১৯৬৩০০০ মা: ড: যা মোট প্রকৃত বিনিয়োগের ২১ ভাগ। বি-টাইপ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আরও একটি বিষয়

লক্ষণীয় যে, এখানে চীন তার বিনিয়োগের ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রাকে ছেড়ে গেছে (লক্ষ্যমাত্রার ১৩৭ ভাগ)। অন্যান্য সকল দেশ তাদের প্রস্তাবিত বিনিয়োগের চেয়ে কম বিনিয়োগ করেছে। ঢাকা ইপিজেডে বাস্তবায়নাধীন বি-টাইপ শিল্প সংখ্যা ১৭টি এবং প্রস্তাবিত মোট বিনিয়োগ ৬৪৫৭০০০ মা: ড:। এসব শিল্প বাস্তবায়িত হলে সেখানে ৮৫৭১ জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে বলে প্রস্তাব করা আছে।

সারণী ৬। যৌথ শিল্প বিনিয়োগ (বি-টাইপ) বাস্তবায়নাধীন

দেশের নাম	শিল্পের সংখ্যা	বিনিয়োগ (০০০ ইউ এস ডলার)		লোক নিয়োগ (জন)	নিবন্ধন বৎসর
		প্রস্তাবিত	প্রকৃত	প্রস্তাবিত	
কানাডা	২	৫০৩৪	০	৮২১	১৯৯৪-৯৫
জার্মানী	৩	১১১৯৪	৩২৮	৮৪৬	১৯৯৫-৯৮
ভারত	১	৬১৭	০	১২৫	১৯৯৯
মালয়েশিয়া	১	১৭৭৫	০	১৩৫০	১৯৯৭
দ: কোরিয়া	৩	১৬৪০০	০	২৪৫৮	১৯৯৭-৯৮
সিঙ্গাপুর	২	২১০৬০	০	১৪৫০	১৯৯৭-৯৮
যুক্তরাজ্য	১	৪৬৩	০	৭৯	১৯৯৮
আমেরিকা	৪	৯৮৩৪	০	১৪৪২	১৯৯৪-৯৭
মোট	১৭	৬৬৪৫৭	৩২৮	৮৫৭১	৪৫২১

উৎস : বিইপিজেডএ, ঢাকা, ১৯৯৯।

সারণী-৬ এ দেখা যায় যে, বিনিয়োগ প্রস্তাবগুলোর বয়স কম নয়। এখন দেখার বিষয়গুলো হলো এই বিপুল পরিমাণ প্রস্তাবিত বিনিয়োগ আদৌ বাস্তবায়িত হবে কিনা। সারণী-৭ এ, ঢাকা ইপিজেড বিদেশী বিনিয়োগ প্রবাহের একটি সামগ্রিক

চিত্র ফুটিয়ে তোলা চেষ্টা করা হয়েছে। এতে দেখা যায়, চালু হবার পর হতে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত ঢাকা ইপিজেডে এ-টাইপ বিনিয়োগ নিবন্ধিত ঢাকা ইপিজেড চালুকৃত বি-টাইপ শিল্পে নিবন্ধিত বিনিয়োগের পরিমাণ ১৪৯৪৩০০০ মা: ড: কিন্তু বাস্তবায়িত হয়েছে মাত্র ৯২৪৭০০০ মা: ড: যা প্রস্তাবের ৬৩.১ ভাগ মাত্র। এসব চালুকৃত শিল্পে ৪২৫৮ জনের কর্মসংস্থানের কথা বলা হলেও বাস্তবে কর্মসংস্থান হয়েছে ৪৫২১ জনের যা প্রস্তাবের ১০৬.২ ভাগ। অপরদিকে বাস্তবায়নাধীন নিবন্ধিত বি-টাইপ শিল্প বিনিয়োগের পরিমাণ ৬৬৪৫৭০০০ মা: ড: কিন্তু এখন পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়েছে ৩২৮০০০ মা: ড:। এসব বিনিয়োগ পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হলে আরও ৮৫৭১ জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

সারণী ৭। এক নজরে ঢাকা ইপিজেডে বিদেশী বিনিয়োগ

শিল্প বিনিয়োগের ধরন	বিনিয়োগ (মি. ইউ এস ডলার)		স্থানীয় কর্মসংস্থান (জন)	
ধারণ	প্রস্তাবিত বিনিয়োগ	প্রকৃত বিনিয়োগ	প্রস্তাবিত	প্রকৃত
এ টাইপ (চালুকৃত)	২৪৯৩৪৭	৮৪৬৫১	৩২৪০৮	২২৯২৪
এ টাইপ (বাস্তবায়নাধীন)	২৬৮৪৫৯	৫৯৫১	১৪৩২৩	–
উপ মোট	৫১৭৮০৬	৯০৬০২	৪৬৭৩১	২২৯২৪
বি টাইপ (চালুকৃত)	১৪৯৪৩	৯২৪৭	৪২৫৮	৪৫২১
বি টাইপ (বাস্তবায়নাধীন)	৬৬৪৫৭	৩২৮	৮৫৭১	–
উপ মোট	৮১৪০০	৯৫৭৫	১২৮২৯	৪৫২১
মোট	৫৯৯২০৬	১০০১৭৭	৫৯৫৬০	২৭৪৪৫

উৎস : বিইপিজেড এ, ঢাকা, ১৯৯৯।

সারণী-৭ এ দেখা যায় ঢাকা ইপিজেডে মোট নিবন্ধকৃত বিদেশী বিনিয়োগের পরিমাণ ৫৯৯২০৬০০০ মা: ড: এখন পর্যন্ত উৎপাদনে নিয়োজিত বিনিয়োগের

পরিমাণ ১০০১৭৭০০০ মা: ড: যা প্রস্তাবের ১৬.৭ ভাগ মাত্র। অন্যদিকে এসব বিনিয়োগের বিপরীতে প্রস্তাবিত লোক নিয়োগের সংখ্যা ৫৯৫৬০ জন হলেও এখন পর্যন্ত সুযোগ হয়েছে ২৭৪৪৫ জনের।

ঢাকা ইপিজেডে চালুকৃত এ-টাইপ শিল্পে নিয়োজিত প্রকৃত বিনিয়োগের পরিমাণ ৮৪৬৫১ মি: মা: ড:। এর মধ্যে ৭৮৮৩৪মি: মা: ড: এসেছে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি হতে। অন্যদিকে জাপান ও অন্যান্য উন্নত দেশ হতে এসেছে মাত্র ৫৮১৭ মি: মা: ড:। অন্যদিকে বাস্তবায়নাধীন এ-টাইপ শিল্পে মোট বিনিয়োগের (২৬৮৪৫৯ মি: মা: ড:) ২.২১% অর্থাৎ ৫৯৫১ মি: মা: ড: এসেছে।

ঢাকা ইপিজেডে যখন বিদেশী বিনিয়োগের এই অবস্থা তখন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিদেশী বিনিয়োগ আহরণ পাশাপাশি দেশের রপ্তানিখাতকে শক্তিশালী করতে দেশের সরকারী উদ্যোগে আরও তিনটি ইপিজেড স্থাপনের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে এবং এসব ইপিজেডসমূহের লক্ষমাত্রাও নির্ধারণ করা হয়েছে, যা সারণী-৮ এ দ্রষ্টব্য।

সারণী ৮। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শেষে ইপিজেডসমূহের শিল্প, বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান এবং রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা

ইপিজেড	শিল্প সংখ্যা	বিনিয়োগ (মি. ইউ. এস ডলার)	কর্মসংস্থান (জন)	বার্ষিক রপ্তানি (মি. ইউ. এস ডলার)
চট্টগ্রাম	১১০	৩৫০	৫০,০০০	৬০০
ঢাকা	৯০	৩০০	৪০,০০০	৫০০
কুমিল্লা	১৫০	৪০০	৬০,০০০	৭০০
মংলা	১০০	৩০০	৪০,০০০	৫০০
ঈশ্বরদী	৯০	৩০০	৪০,০০০	৭০০

সূত্র : পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, পৃ; ১০৮।

এখানে একটা কথা মনে রাখা দরকার যে, শুধু ইপিজেডের সংখ্যা বাড়ালেই চলবে না পাশাপাশি সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনাও নিশ্চিত করতে হবে যাতে প্রস্তাবিত বিনিয়োগ আলোর মুখ দেখে। দেশে বিনিয়োগের সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। এজন্য দরকার দেশ প্রেম এবং সচেতনতার। মনে রাখা প্রয়োজন যে, বিদেশী বিনিয়োগ শুধু আকর্ষণীয় অর্থনৈতিক সুবিধাদির উপর নির্ভর করে না, স্থিতিশীল রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পরিবেশও বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই সুষ্ঠু পরিবেশ শুধুমাত্র রাজনৈতিক সদিচ্ছার মাধ্যমে কায়েম করা সম্ভব। এজন্য ক্ষমতাসীন এবং বিরোধী উভয় দলকেই দায়িত্ব পালন করতে হবে।

তথ্য নির্দেশিকা

Chowdhury, M. D. (1982) The Export-Led Industrialisation Thesis : An Examination of Basic Issues. *The Bangladesh Journal of Political Economy, Special Issue on International Trade and Development*, Vol.,6.

Germidis, A. B. D. (1984) *Investing in Free Export Processing Zones.* OECD, Developing Countries Studies.

Government of Bangladesh (1998) Fifth Five Year Plan (1997-2002). Dhaka : Ministry of Planning.

Government of Bangladesh (1994) *Bangladesh a New Horizon for Investment.* Dhaka : Board of Investment.

Government of Bangladesh, *Bangladesh Economic Survey, various issues.* Dhaka: Ministry of Finance.

Government of Bangladesh (1999) *Bangladesh Industrial Policy-*1999. Dhaka : Ministry of Industries.

Government of Bangladesh (1998) *Guide to Investment in Bangladesh.* Dhaka : Board of Investment,

Reza, S. L, A. H. M Mahbubul Alam, Mr. ALi Rashid (1987) *Private Foreign Investment in Bangladesh.* Dhaka : The University Press Limited.

Reza, Sadrel (1991) *Transitional Corporations in Bangladesh : Still at Bay?* Dhaka : The University Press Limited.